56

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দুইটি জেলা ও একটি থানায়

সোয়া লক্ষ শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আওতাবহির্ভূত

সরকার পরিচালিত শিশু জরিপ রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ ও নড়াইল জেলা এবং পাবনা জেলার ঈশ্বরদি থানায় সোয়া লক্ষ শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। বেসরকারী হিসাবে, এই সংখ্যা আরও বেশী হইবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুবিধাপ্রাপ্ত শিশুর অনুপাত প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

কিশোরগঞ্জ ।। চলতি শিক্ষাবর্ষে জেলার ৭০ সহস্রাধিক শিশু বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত শিশু জরিপ রিপোর্টে ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, জেলায় ৮০৮টি সরকারী, ৩৫৭টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত, ১২৪টি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও মাদ্রাসা, হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৮৮৬ জন শিশু ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। অথচ জেলার ১৩টি থানার গ্রামাঞ্চলে ৬ হইতে ১০ বছর বয়সের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ২০ হাজার ৯২৬ জন। ইহার মধ্যে ৭০ হাজার ৪০ জন শিশু এখন পর্যন্ত কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নাই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত শিশুর মধ্যে রহিয়াছে কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ৯ হাজার ৪৩৫ জন, করিমগঞ্জে ৩ হাজার ৪৩৭ জন, তাড়াইলে ৭ হাজার ৮৫২ জন, হোসেনপুরে ১ হাজার ২৩৮ জন, পাকুন্দিয়ায় ১০ হাজার ৮৩৩ জন, কটিয়াদীতে ৭ হাজার ৮১০ জন, বাজিতপুরে ৬ হাজার ৬১৯ জন, কুলিয়ারচরে ২ হাজার ৪৫২ জন, ভৈরবে ৪ হাজার ৬৯৫ জন, অষ্ট গ্রামে ২ হাজার ৩৩১ জন, ইটনায় ৮ হাজার ৩৫৪ জন,

(৭ম পৃঃ দ্রঃ)

সোয়া লক্ষ শিশু

(৩য় পৃঃ পর)

মিটাসইনে ১ হাজার ৪৯৬ জন ও নিকলীতে ৩ হাজার ৫৮৮ জন। অবশ্য বেসরকারী হিসাবে শিক্ষা বঞ্চিতদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকা, আসবাবপত্র ও শিক্ষক সংকট প্রাইমারী স্কুল সবকারীকরণ বন্ধ থাকা, অভিভাবকদের আর্থিক অনটন এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু পরিদর্শন বা তদারকির অভাবে কিশোরগঞ্জ জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। বর্তমানে কিশোরগঞ্জ জেলায় ৭টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৮২টি প্রধান শিক্ষক ও ৫৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

নড়াইল ঃ সম্প্রতি এক জরিপে জানা যায়, নড়াইল জেলায় ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ২ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৮২ জন। ইহার মধ্যে ৬ হইতে ১০ বৎসর বয়সী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ জন। কিন্তু প্রাথমিক স্কুল বা এবতেদায়ী মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়াছে এরূপ শিশু সংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৭ জন। এদিকে ৬ বৎসরের কম বয়েসী শিশু মোট সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫৭ জন। জরিপ মতে ৬-১০ বৎসর বয়সী শিশুদের মধ্যে ১০ হাজার ৭ জন এবং শিশু শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য ৫ বৎসর বয়সী শিশুর সংখ্যা ২৫ হাজার। সুতরাং ৫-১০ বৎসর বয়সের ৩৫ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে।

এ পর্যন্ত জেলার ৩টি থানার ৩৭টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌর এলাকার ৬টি ইউনিয়নের ৬৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত শিশু সংখ্যা মাত্র ৬ হাজার ৭৫৭ জন। প্রতি বৎসর একটি থানার একটি করিয়া ইউনিয়নের এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হইতেছে। এই নীতি অনুসরণ করিলে নড়াইল জেলায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় আনিতে আরও ১০ বৎসর সময় লাগিবে।

পাবনা : ঈশ্বরদী সদরে প্রায় ২০ হাজার শিশু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইহাছাড়া এই এলাকায় প্রায় ৯০ হাজার লোক নিরক্ষর বলিয়া একটি সরকারী তথ্য বিবরণীতে জানা গিয়াছে। থানার ৭টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ১টি পৌরসভার মধ্যে ৬ হইতে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা ৪৮ হাজার ৯ শত ৬৬ জন। ১১ হইতে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা ১৭ হাজার ৯ শত ৮৯ জন। মোট সংখ্যা ৬৬ হাজার ৯ শত ৫৫ জন। অথচ স্কুলে ৪৬ হাজার ৮ শত ৫০ জন। অবশিষ্ট ২০ হাজার ১ শত ৫ জনকে স্কুলে আনার ব্যাপারে সরকারের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীতে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। গম উঠানো ও বন্টনে শিক্ষকরা জড়িত থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই থানায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের সংখ্যা ৪৫ ভাগ ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮ ভাগ। ইহাছাড়া ঈশ্বরদী থানায় ১৪ বছরের উপরে মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৪ শত ৯৮ জন লোকের মধ্যে পুরুষ ৯২ হাজার ২ শত ৫৮ জন এবং মহিলা ৭৯ হাজার ২ শত ৪০ জন। ইহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ৪৪ হাজার ৯ শত ৭৬ ও ৩৫ হাজার ৭ শত ৪৮। সম্পূর্ণ নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৯০ হাজার ৭ শত ৭৪ জন। তাহাদেরকে সাক্ষর করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গহণ করার কর্মসূচী নাই।